নাগরিক সেবাপ্রাপ্তির সহযোগী

নগরিয়া

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের একটি প্রকাশনা। ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা

ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ফাল্গুন ১৪২৫, জমাদিউস সানি ১৪৪০

ডিএ রেজি. নং ঢাকা ৬৪৬৬

সকলের জন্য বাসযোগ্য ঢাকা

এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে

মোঃ জামাল মোস্তফা, ভারপ্রাপ্ত মেয়র

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে নগরবাসীদের শুভেচ্ছা জানাই। নতুন সরকারের নেতৃত্বে নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে আমাদের পথ চলা। এই পথ চলা প্রগতির, উন্নয়নের। শীত প্রায় শেষ হতে চললো। এ সময়ে শহরে ধূলাবালির কারণে বায়ু-দূষণ বেড়ে যায়। নগরবাসীকে একটি স্বস্তিকর পরিবেশ উপহার দেওয়া সিটি কর্পোরেশনের অন্যতম দায়িত্ব। সে লক্ষ্যে ঢাকা নগরীতে ধূলাবালি রোধে ডিএনসিসি শহরের বিভিন্ন এলাকায় পানি ছিটায়। নাগরিক হিসেবে আমাদের সকলেরও এই নগরীর প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। ময়লা-আবর্জনা ও নির্মাণ-সামগ্রীর অবশিষ্টাংশ নির্ধারিত জায়গায় ফেলে শহরবাসীগণ ডিএনসিসিকে সহযোগিতা করতে পারেন। বাসাবাড়ি ও দোকানের ময়লা-আবর্জনা জমিয়ে রেখে ভ্যান সার্ভিসের মাধ্যমে ডিএনসিসির নির্ধারিত স্থানে পাঠিয়ে দিন। ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীগণ তাঁদের ব্যবসার ময়লা-আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলে সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত স্থানে ফেলুন। যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেললে তা আশেপাশে ছড়িয়ে রোগ-জীবাণুর বিস্তার ঘটায়। এ সময়ে আবহাওয়া পরিবর্তন ও ভাইরাসজনিত কারণে নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ হতে পারে। বিশেষ করে শিশুদের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। প্রয়োজনে ডিএনসিসির নিকটস্থ চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারেন। আনন্দের সংবাদ হচ্ছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১১ অক্টোবর মিরপুর-১ এর জহুরাবাদে আরো একটি নগর মাতৃসদন উদ্বোধন করেন। ছয়তলা বিশিষ্ট এই মাতৃসদনে অতি অল্পমূল্যে ঔষধ, ল্যাবরেটরি পরীক্ষাসহ শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়।

পথচারীদের চলাচলের সুবিধার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন রাস্তা, ফুটপাত, সড়কদ্বীপ, ফুটওভার-ব্রিজ, আন্ডারপাস ইত্যাদি নির্মাণ করে। এগুলো দখল করে রাখা বেআইনি। এর ফলে পথচারী ও যানবাহন চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। তাই উচ্ছেদ অভিযান ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই দখলকৃত স্থানগুলো জনগণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার আহবান জানাই।

দেখতে দেখতে ডিএনসিসি প্রতিষ্ঠার ৭ বছর পূর্ণ করে ৮ম বছরে পা বাড়িয়েছে। এই ৭ বছরে নগরবাসীকে সাথে নিয়ে ডিএনসিসি অনেক দূর পথ পাড়ি দিয়েছে। তবে আমাদের যেতে হবে আরো বহুদূর। ঢাকা নগরীকে আধুনিক, স্মার্ট, পরিচ্ছন্ন, সবুজ, মানবিক এবং সকলের জন্য বাসযোগ্য করাই আমাদের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে নগরবাসী ডিএনসিসির পাশে থাকবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

১। চতুর্থবারের মতো নির্বাচিত হওয়ায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান ভারপ্রাপ্ত মেয়র মোঃ জামাল মোস্তফা।

২। ১১ অক্টোবর ২০১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিরপুর-১ এর জহুরাবাদে নবনির্মিত নগর মাতৃসদন উদ্বোধন করেন।

৩। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপিকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান ভারপ্রাপ্ত মেয়র মোঃ জামাল মোস্তফা।

৪। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস-২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত শোভাযাত্রা।

সাত বছর পেরিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে। এরই মধ্যে নাগরিক সেবা প্রদানের সাত বছর পূর্ণ হলো। গত সাত বছরে ডিএনসিসির কর্মযজ্ঞের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

- সড়ক নির্মাণ/সংস্কার ৮৭৫ কি.মি.
- ফুটপাত নির্মাণ/সংস্কার ৩৪৪ কি.মি.
- ড্রেন নির্মাণ/সংস্কার ৮২০ কি.মি.
- নতুন স্থাপিত/সংস্কারকৃত সড়কবাতি ৮০ হাজারটি
- সড়ক দ্বীপ ৩৫টি
- নতুন পার্ক ২টি, উদ্যান ১টি ও খেলার মাঠ ২টি
- নতুন আধুনিক পাবলিক টয়লেট ১৩টি
- নতুন ইমার্জেন্সি ওয়্যারহাউজ ৫টি
- নতুন কবরস্থান ২টি
- নতুন কমিউনিটি সেন্টার ১টি

- ৫১ লক্ষ ১০ হাজার টন বর্জ্য অপসারণ
- ৫১টি বর্জ্য সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ
- ১ হাজার ৮৩২টি বিলবোর্ড অপসারণ
- ৯১টি নতুন বর্জ্য পরিবাহী গাড়ি সংযোজন

- সাড়ে ৫ লক্ষাধিক শিশুকে ইপিআই টিকা প্রদান
- ৭০ লক্ষাধিক রোগীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান
- নগর মাতৃসদনে সন্তান প্রসবের সংখ্যা ১৮ হাজারের অধিক
- ১১ লক্ষাধিক জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান

শ্রদ্ধাঞ্জলি

২০১৭ সালে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র আনিসুল হকের অসুস্থতাজনিত কারণে ভারপ্রাপ্ত মেয়রের হাল ধরেছিলেন প্যানেল মেয়র ১ ও বাড্ডা এলাকার (২১ নং ওয়ার্ড) কাউন্সিলর মোঃ ওসমান গণি। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার বিষয় যে, ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর ফুসফুসে ক্যান্সার ধরা পড়ে। উন্নত চিকিৎসার জন্য ১৪ আগস্ট তাঁকে সিঙ্গাপুর নেয়া হয়। অবশেষে গত ২২ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে ৬৯ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। সজ্জন, সদালাপী, হাস্যোজ্জ্বল ও মিষ্টভাষী এই রাজনীতিবিদ আজীবন সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন। মরহুম মোঃ ওসমান গণি অত্যন্ত সৎ ও সহজ-সরল জীবন-যাপন করতেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি।

প্রয়াত প্যানেল মেয়র মোঃ ওসমান গণি
(১৯৪৯ - ২০১৮)

- অবৈধ দখল থেকে উদ্ধারকৃত জমি ৩৩ একর
- উদ্ধারকৃত ভূমির মূল্য ২৮০ কোটি টাকা (প্রায়)
- ভ্রাম্যমাণ আদালত ১৬০টি*
- ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মামলা দায়ের ৬১৪টি*

* সেপ্টেম্বর ২০১৬ থেকে জানুয়ারি ২০১৯

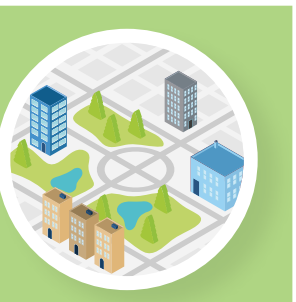

- মোট হোল্ডিং ২ লক্ষ ১২ হাজার ২৮৫
- মোট ট্রেড লাইসেন্স ২ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৯৮
- মোট বরাদ্দকৃত দোকান ১৫ হাজার ৮৯৬
- গৃহকর হতে রাজস্ব আয় ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা
- অন্যান্য রাজস্ব আয় ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা

ডিএনসিসির মার্কেটে দোকান বরাদ্দ পেতে চান?

- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক কোনো মার্কেট নির্মিত হলে দোকান বরাদ্দের লক্ষ্যে বরাদ্দ প্রদানযোগ্য দোকানের সংখ্যা, পরিমাপ, সালামির টাকার পরিমাণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য উল্লেখ করে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, ডিএনসিসির ওয়েবসাইট ও নোটিসবোর্ডে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
- ডিএনসিসির ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগ হতে ১ হাজার টাকা মূল্যে 'দোকান বরাদ্দের আবেদন ফরম' সংগ্রহ করতে হয়।
- পূরণকৃত আবেদনপত্রের সাথে সালামির ৫০% টাকার পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হয়।
- উন্মুক্ত লটারির মাধ্যমে শতকরা ৭৫ ভাগ দোকান সাধারণ প্রার্থীগণের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়।
  অবশিষ্ট ২৫ ভাগ দোকানের

  ক) শতকরা ৫ ভাগ দোকান মুক্তিযোদ্ধা বা তাঁর পরিবারের কোনো সদস্যের মধ্যে;
  খ) শতকরা ৫ ভাগ দোকান শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, সমাজসেবা, শিক্ষা বা অন্য কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রয়েছে এরূপ ব্যক্তিকে বা তাঁর পরিবারের কোনো সদস্যের মধ্যে;
  গ) শতকরা ২ ভাগ দোকান প্রতিবন্ধীদের মধ্যে;
  ঘ) শতকরা ৩ ভাগ দোকান, কর্পোরেশন বা স্থানীয় সরকার বিভাগে কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মধ্যে চাকুরিকালীন সময়ে কেউ দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে বা পঙ্গু হলে বা আকস্মিক বা অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলে তাঁদেরকে বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাঁদের পোষ্যদের মধ্যে এবং
  ঙ) শতকরা ১০ ভাগ দোকান মেয়র বা প্রশাসক কর্তৃক সরাসরি উপযুক্ত আবেদনকারীগণের মধ্যে বরাদ্দের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

- দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে 'ক্ষতিগ্রস্ত' ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। উল্লেখ্য 'ক্ষতিগ্রস্ত' বলতে কর্পোরেশন কর্তৃক কোনো স্থানে পাবলিক মার্কেট নির্মাণের পূর্বে ঐ স্থানে বিদ্যমান দোকানের বৈধ মালিককে বুঝায়।
- দোকান বরাদ্দ প্রাপক দোকান সাবলেট প্রদান করতে ইচ্ছুক হলে হালনাগাদ ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, ট্রেড লাইসেন্সের কপি এবং অঙ্গীকারনামাসহ আবেদন করবেন। আবেদন বিবেচিত হলে সাবলেট প্রদানের জন্য ৩ মাসের সমপরিমাণ ভাড়া অনুমতি ফিস হিসেবে আদায় করা হয়।
- একের অধিক দোকানের জন্য আবেদনপত্র থাকলে লটারির মাধ্যমে দোকান বরাদ্দ প্রদান করা হয়। লটারির মাধ্যমে দোকান বরাদ্দ প্রদানের পর সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রদান করা হয়।
- বরাদ্দ প্রাপক ও কর্পোরেশন নির্ধারিত ফরম অনুসরণে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করে।

মহাখালীতে অবস্থিত ডিএনসিসি মার্কেট

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কমিউনিটি সেন্টার সেবা

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সমাজকল্যাণ শাখার অধীনে মোট ১৩টি কমিউনিটি সেন্টার রয়েছে। ৫টি কমিউনিটি সেন্টার মেরামত ও সরকারি কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় বর্তমানে নাগরিকগণকে ৮টি কমিউনিটি সেন্টারের সেবা দেয়া হয়। পুনর্মিলনী, বিয়ে, বার্ষিকী, কর্পোরেট মিটিংসহ যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে এই কমিউনিটি সেন্টারগুলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়।

কমিউনিটি সেন্টার	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	বিবরণ
উত্তরা কমিউনিটি সেন্টার, বাড়ি-২০, রোড-১৩/ডি, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা।	লুৎফর রহমান, সহকারী সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, অঞ্চল-১, ডিএনসিসি। মোবাইল : ০১৯১১৬৬৫৩৭৩	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, আসন সংখ্যা ৫০০, ২য় তলায় ভাড়া : দিনে ২৭ হাজার ৩৫ টাকা এবং রাতে ৩০ হাজার ১২৫ টাকা। ৩য় তলায় ভাড়া : দিনে ৩১ হাজার ৬০৫ টাকা এবং রাতে ৩৫ হাজার ৭২৫ টাকা
২নং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার (পল্লবী থানার পাশে), সেকশন-১৩, মিরপুর।	হুমায়ূন কবীর খান, সহকারী সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, অঞ্চল-২, ডিএনসিসি। মোবাইল : ০১৭১২২৬২৪৪৫	আসন সংখ্যা ৪০০, ভাড়া : দিনে ৮ হাজার ২৫০ টাকা এবং রাতে ৯ হাজার ২৫০ টাকা
শহীদ কমিশনার ছায়েদুর রহমান নিউটন কমিউনিটি সেন্টার, চিড়িয়াখানা রোড, সেকশন-১, মিরপুর।	হুমায়ূন কবীর খান, সহকারী সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, অঞ্চল-২, ডিএনসিসি। মোবাইল : ০১৭১২২৬২৪৪৫	আসন সংখ্যা ৩০০, ভাড়া : দিনে ৮ হাজার ২৫০ টাকা এবং রাতে ৯ হাজার ২৫০ টাকা
৪ নং ওয়ার্ড মার্কেট কাম কমিউনিটি সেন্টার, (হারমাইন মেইনার কলেজের পিছনে), সেকশন-১৩, মিরপুর।	হুমায়ূন কবীর খান, সহকারী সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, অঞ্চল-২, ডিএনসিসি। মোবাইল : ০১৭১২২৬২৪৪৫	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, আসন সংখ্যা ৬০০, ভাড়া : দিনে ২৬ হাজার টাকা এবং রাতে ২৭ হাজার টাকা
১০ নং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার (শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান সংলগ্ন), মিরপুর।	মোঃ আনোয়ার হোসেন ভূঞা, সহকারী সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, অঞ্চল-৪, ডিএনসিসি। মোবাইল : ০১৭১২০৮২৬০১	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, আসন সংখ্যা ৫০০, ভাড়া : দিনে ২৭ হাজার টাকা এবং রাতে ২৯ হাজার টাকা
মহাখালী কমিউনিটি সেন্টার, মহাখালী ওয়্যারলেস গেট, (ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সামনে), মহাখালী।	মোঃ এনায়েত হোসেন, সহকারী সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, অঞ্চল-৩, ডিএনসিসি। মোবাইল : ০১৭১২৯২৭১৩৯	আসন সংখ্যা ৩০০, ভাড়া : দিনে ১২ হাজার ৫৫০ টাকা এবং রাতে ১৩ হাজার ৫৫০ টাকা
সূচনা কমিউনিটি সেন্টার, রিং রোড (পাইকারি কৃষিবাজার সংলগ্ন), মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	আব্দুল হাই তালুকদার, সহকারী সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, অঞ্চল-৫, ডিএনসিসি। মোবাইল : ০১৭২০৯৫৭১৬৩	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, আসন সংখ্যা ৪০০, ভাড়া : দিনে ২৯ হাজার টাকা এবং রাতে ৩১ হাজার টাকা
মরহুম আব্দুল হালিম কমিউনিটি সেন্টার, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।	আব্দুল হাই তালুকদার, সহকারী সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, অঞ্চল-৫, ডিএনসিসি। মোবাইল : ০১৭২০৯৫৭১৬৩	আসন সংখ্যা ৩০০, ভাড়া : দিনে ৭ হাজার ১০০ টাকা এবং রাতে ৭ হাজার ৬০০ টাকা

দুর্যোগ সহনশীলতায় ইমারজেন্সি ম্যানেজমেন্ট ওয়্যারহাউজ

শহরের দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি, দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগ-পরবর্তী সঠিক পদক্ষেপ নেয়ার লক্ষ্যে Urban Resilience Project-এর মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৫টি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৩টি এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের বিভিন্ন স্টেশনে মোট ১১টি ইমারজেন্সি ম্যানেজমেন্ট ওয়্যারহাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। ওয়্যারহাউজগুলোতে বিভিন্ন ধরনের জরুরি উপকরণ রাখা হয়েছে। যেমন : প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ, অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজ পরিচালনার জন্য উপকরণ, মৃতদেহ পরিবহনের জন্য মরচুয়ারি ভ্যান, অ্যাম্বুলেন্স, নগর স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবহার-উপযোগী সরঞ্জাম, ওয়্যারহাউজগুলোকে আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য ফায়ার এক্সটিঙ্গুইশার ও ফায়ার ডিটেক্টর, দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষদের অস্থায়ী আশ্রয়ের জন্য তাঁবুসহ অন্যান্য উপকরণ। এ সকল উপকরণ দিয়ে প্রাথমিকভাবে যে কোনো দুর্যোগ সহজে মোকাবেলা করা যাবে।

তাছাড়া এ সকল ওয়্যারহাউজ স্বাভাবিক সময়ে শহরবাসীকে সচেতন ও দুর্যোগ-মোকাবিলায় প্রস্তুত করে গড়ে তোলার জন্য রিসোর্স ও লার্নিং সেন্টার হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এভাবেই শহরের প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাসে নিজেদের সম্পৃক্ত করবে। কারণ দুর্যোগ-মোকাবিলা কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা কমিউনিটির একার কাজ নয়, বরং আমাদের সকলের দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে সর্বদা প্রস্তুত।

মৃতদেহ পরিবহনের জন্য ওয়্যারহাউজে রয়েছে মরচুয়ারি ভ্যান

ওয়্যারহাউজে আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ

ইমারজেন্সি ম্যানেজমেন্ট ওয়্যারহাউজসমূহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে উত্তরা, মিরপুর-১০, মিরপুর-২, মহাখালী, কারওয়ান বাজার; ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে আজিমপুর, খিলগাঁও, সায়েদাবাদ; এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের আওতায় তেজগাঁও, সাভার, টঙ্গী, উত্তরা, ডেমরা, হাজারীবাগ, সদরঘাট, পোস্তগোলা, খিলগাঁও, মিরপুর-১০ ও কল্যাণপুরে অবস্থিত।

নিরাপদ সড়ক বিনির্মাণে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

পথচারীদের জন্য নিরাপদ সড়ক বিনির্মাণে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিএনসিসি পথচারীদের নিরাপদে রাস্তা পারাপারে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে ডিএনসিসি তার অধীন এলাকায় প্রতি বছর সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। তাছাড়া পথচারী পারাপার নিরাপদ করতে নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী সবার জন্য ফুটপাত, ফুটওভারব্রিজ ও আন্ডারপাস নির্মাণ করে। এছাড়া দুর্ঘটনা এড়াতে ডিএনসিসি সড়ক বিভাজক, জেব্রা ক্রসিংসহ বিভিন্ন ধরনের গতিরোধক স্থাপন করে। ডিএনসিসি এলাকায় বর্তমানে ১৩৪০কি.মি. রাস্তা, ৩২৫কি.মি. ফুটপাত, ৬০কি.মি. সড়ক বিভাজক, ৫৫টি ফুটওভারব্রিজ, ২টি আন্ডারপাস, শতাধিক জেব্রাক্রসিং ও বিভিন্ন ধরনের গতিরোধক রয়েছে।

নিরাপদ সড়ক বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ২০১৮ সালের ১২ আগস্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমানবন্দর সড়কে শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজের সন্নিকটে একটি আন্ডারপাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পথচারীদের নিরাপদে সড়ক পারাপার নিশ্চিত করার জন্য ডিএনসিসির আওতায় ৮১টি স্থানে নতুন জেব্রাক্রসিং ও বিভিন্ন ধরনের গতিরোধক নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ১৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে যানবাহন-চালকদের সচেতন করার লক্ষ্যে "সামনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়। সড়কে সকল জেব্রাক্রসিংয়ের অবস্থান সম্পর্কে পথচারীদের অবগত করার জন্য তথ্যমূলক চিহ্ন হিসাবে "জেব্রাক্রসিং" সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়। পথচারীদের নিরাপদে সড়ক পারাপার নিশ্চিত করার জন্য কারওয়ান বাজার ও গাবতলীতে অবস্থিত আন্ডারপাস দুটির মেরামতসহ এলইডি বাতি ও সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। এছাড়া ফুটওভারব্রিজ ও আন্ডারপাসগুলো নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে। রাতে ফুটওভারব্রিজ ব্যবহারে পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৩৩টি ফুটওভারব্রিজে ইতোমধ্যে এলইডি বাতি স্থাপন করা হয়েছে। মোট কথা সকল পথচারীর চলাচল নিরাপদ করতে ডিএনসিসি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে সবার আগে জরুরি পথচারীদের সাবধানতা ও যানবাহন-চালকদের সচেতনতা।

■ বনানীতে একটি এস্কেলেটরযুক্ত প্রতিবন্ধীবান্ধব ফুটওভারব্রিজ (উপরে)।
■ গুলশানের একটি সড়কে স্থাপিত "সামনে স্কুল" সাইনবোর্ড (নিচে)।

■ কুর্মিটোলায় শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজের সামনে প্রধান সড়কে আঁকা হচ্ছে একটি জেব্রাক্রসিং (উপরে)।
■ কারওয়ান বাজার আন্ডারপাসের ভিতরের চিত্র (নিচে)।

জন্ম নিবন্ধন করার নিয়ম

জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক। জন্মের ক্ষেত্রে শিশুর পিতা বা মাতা বা অভিভাবক শিশুর জন্ম নিবন্ধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জন্মগ্রহণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদেরকে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিস থেকে জন্ম নিবন্ধন করা হয়। জন্ম নিবন্ধনের আবেদন অনলাইন বা অফলাইন উভয় প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা যায়।
- অনলাইনে জন্ম নিবন্ধনের জন্য প্রথমে bris.lgd.gov.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্দেশনা মোতাবেক আবেদন ফরম পূরণ করুন। এ ক্ষেত্রে প্রথমে বিভাগ (ঢাকা) - জেলা (ঢাকা) - ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন - সংশ্লিষ্ট অঞ্চল - ওয়ার্ড নম্বর নির্বাচন করুন। এরপর আবেদন ফরমটি প্রথমে বাংলায় ও পরে ইংরেজিতে পূরণ করুন। পূরণের পর সংরক্ষণ বাটনে ক্লিক করুন। এর ফলে আবেদনপত্রটি ডিএনসিসির সংশ্লিষ্ট অফিসে পৌঁছে যাবে। পরবর্তী ধাপে আবেদনপত্রটি প্রিন্ট করুন। আবেদনের ১৫ দিন পরে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসের স্বাস্থ্য বিভাগে নিম্নলিখিত কাগজপত্র জমা দিয়ে জন্ম নিবন্ধনের সনদ সংগ্রহ করুন।
- অফলাইনের ক্ষেত্রে প্রথমে ডিএনসিসির ওয়েবসাইট অথবা আঞ্চলিক অফিসের স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে জন্ম নিবন্ধন ফরম বিনামূল্যে সংগ্রহ করুন। তারপর সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসের স্বাস্থ্য বিভাগে পূরণকৃত আবেদনপত্রের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্র জমা দিন।
- সকল তথ্য নির্ভুল থাকলে আবেদন ফরম জমা দেয়ার পর সর্বোচ্চ ৩ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি

জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে :

- পূরণকৃত ফরমটির সাথে জন্মস্থান ও জন্ম তারিখ প্রমাণের জন্য চিকিৎসাকেন্দ্রের ছাড়পত্র অথবা জন্ম-সনদ অথবা অন্য কোনো প্রমাণপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি; এবং
- শিশুর এক কপি ছবি; এবং
- শিশুর পিতামাতার স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণস্বরূপ জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা পাসপোর্ট অথবা গৃহকর পরিশোধের রসিদ অথবা অন্য কোনো প্রমাণপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি জমা দিতে হবে।

জন্মের ৪৫ দিন পরে জন্ম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে :

- শিশুর টিকা (ইপিআই) কার্ড অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা পাসপোর্ট অথবা এসএসসি পরীক্ষা পাসের সনদ অথবা গৃহকর পরিশোধের রসিদের ফটোকপি অথবা জন্মস্থান, জন্ম তারিখ ও ঠিকানা প্রমাণের জন্য অন্য কোনো সনদের সত্যায়িত অনুলিপি; এবং
- এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি পূরণকৃত ফরমের সাথে জমা দিন।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ফিস

বাবদ	ফিসের হার (দেশে)	ফিসের হার (বিদেশে)
জন্ম বা মৃত্যুর ৪৫ দিন পর্যন্ত জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধন	বিনা ফিসে	বিনা ফিসে
জন্ম বা মৃত্যুর ৪৫ দিন পর হতে ৫ বছর পর্যন্ত জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধন	২৫ টাকা	১ মার্কিন ডলার
জন্ম বা মৃত্যুর ৫ বছর হতে জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধন	৫০ টাকা	১ মার্কিন ডলার
তথ্য সংশোধন	১০০ টাকা	২ মার্কিন ডলার
জন্ম তারিখ ব্যতীত পিতার নাম, মাতার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য সংশোধন	৫০ টাকা	১ মার্কিন ডলার
বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় মূল সনদ বা তথ্য সংশোধনের পর সনদের কপি সরবরাহ	বিনা ফিসে	বিনা ফিসে
বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় নকল সরবরাহ	৫০ টাকা	১ মার্কিন ডলার

ভূমিকম্প : প্রস্তুতি নিন আজই

ভূমিকম্পের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে দেরি না করে আজই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

- আপনার এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ ও নিরাপদ স্থানগুলো চিহ্নিত করুন। জেনে নিন আপনার বাড়ির আশেপাশে কোথায় ফাঁকা/নিরাপদ স্থান আছে। ভূমিকম্পের পর কোন পথ ব্যবহার করে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হবে। আপনার এলাকাটি ঘুরে দেখে এই বিষয়গুলো খুঁজে বের করুন।
- পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করুন। আমরা জানি না কখন ভূমিকম্প আঘাত হানবে। কী করণীয় যদি সে সময় পরিবারের সদস্যরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করেন? মোবাইল ফোনের সংযোগ কাজ না করলে কীভাবে তারা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করবে? কীভাবে তারা একত্রিত হবে? এ বিষয়গুলো পরিবারের সদস্যদের সাথে আগেই আলোচনা করে রাখুন।
- জরুরি ব্যাগ প্রস্তুত করুন এবং প্রয়োজনীয় খাবার ও পানি মজুত রাখুন। তিন দিন জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিস একটি ব্যাগে ভরে হাতের কাছে রাখুন যাতে ভূমিকম্পের পর ঝটপট ব্যাগটি নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারেন। কারণ বড় দুর্যোগে সরকারি ত্রাণ-সাহায্য আক্রান্ত এলাকায় পৌঁছাতে দীর্ঘ সময় লেগে যেতে পারে।

ভূমিকম্পের সময় করণীয়

বাড়িতে থাকা অবস্থায়

টেবিল, খাট বা শক্ত কিছুর তলে অবস্থান নিয়ে নিজেকে রক্ষা করুন।

অফিসে থাকা অবস্থায়

ভারি আসবাব ও যন্ত্রপাতি থেকে দূরে অবস্থান করুন।

রাস্তায় থাকা অবস্থায়

পড়ন্ত বস্তু থেকে সতর্ক থাকুন

লিফটে থাকা অবস্থায়

সকল বোতাম চাপুন এবং লিফট যে তলায় স্থির হবে সেখানেই নেমে সিঁড়ি ব্যবহার করে ভবন ত্যাগ করুন।

রান্নাঘরে থাকা অবস্থায়

প্রথমে গ্যাসের চুলা বন্ধ করুন এবং নিজেকে নিরাপদ করুন ।

গাড়ি চালানোর সময়

ধীরে-স্থিরে গাড়ি থামিয়ে রাস্তার পাশে পার্ক করুন।

১ মিনিটেই সেরে ফেলুন ShakeOut

আমরা যখন ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে আক্রান্ত হই, তৎক্ষণাৎ কী করণীয় তা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি। যে কোনো জরুরি প্রয়োজনে নিজেকে শান্ত রেখে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মহড়ার প্রয়োজন। অনুশীলনের আগ পর্যন্ত আমাদের নিজেদের দুর্বলতাগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। তাই ভূমিকম্পকালীন ও পরবর্তী সময়ে কী করতে হবে তা মহড়ার মাধ্যমে বারবার অনুশীলন করতে হবে।

প্রতি বছর ১৩ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত হয়। দিবসটি উদযাপনের লক্ষ্যে এবং ভূমিকম্প সচেতনতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধীন দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে সক্রিয় একটি কমিউনিটির সদস্যগণ ShakeOut মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন।

ভূমিকম্পের সময় আমরা কীভাবে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারি তারই একটি কৌশল এই ShakeOut মহড়া। এতে অনুশীলন করা হয় কীভাবে বসে, দুহাত দিয়ে মাথা ঢেকে শক্ত কোনো টেবিল বা শক্ত আসবাবপত্রের নিচে আশ্রয় নিতে হবে এবং শান্ত হয়ে বসে থাকতে হবে। এটিকে সংক্ষেপে বলা হয় ড্রপ-কভার-হোল্ড অন অর্থাৎ বসুন-ঢাকুন-ধরে থাকুন।

ShakeOut মহড়ায় অংশগ্রহণকারী কমিউনিটির সদস্যগণ

এটি অত্যন্ত সহজ এবং মাত্র ১ মিনিট সময়ের মধ্যে ঘরে বা বাইরে অনুশীলন করা সম্ভব। মহাখালী পূর্ব জ ব্লক সোসাইটির সদস্যরা আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৮ উপলক্ষে সোসাইটি অফিসে একত্রে এই ShakeOut মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে নিজ নিজ পরিবারে তা অনুশীলন করেন।

যুব ক্লাব থেকে খাঁ পাড়া সোসাইটি

খাঁ পাড়া ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৭ নং ওয়ার্ডের একেবারে উত্তর প্রান্তে অবস্থিত জনবহুল একটি এলাকা। যদিও আয়তনে এটি খুবই ছোট। ২০০-২৫০টি কাঁচা-পাকা টিনশেডসহ বহুতল ভবন নিয়ে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে অঞ্চলটি। ফলে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের সমস্যা এই অঞ্চলের মানুষদের মোকাবিলা করতে হয়। এ সকল সমস্যার মধ্যে জলাবদ্ধতা, অগ্নিকাণ্ড, পানির স্বল্পতা, মাদকের ছোবল, বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে অঞ্চলটি ঢাকার অন্যান্য অঞ্চলের মতো ভূমিকম্পপ্রবণও বটে।

"অ্যায়োন বাডিজ" নামে এই এলাকায় একটি যুব ক্লাব আছে যারা প্রতিবছর সমাজসেবকদের সহযোগিতায় কিছু খেলাধূলার আয়োজন করে থাকে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অংশীদারিত্বে সিডস এশিয়া নামক একটি জাপানি সংস্থা কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে ২০১৬ সাল থেকে। যেখানে বাড়ির মালিক কল্যাণ সমিতি, সোসাইটি বা কমিটি সরাসরি এসব কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর ধারাবাহিকতায় খাঁ পাড়ার অ্যায়োন বাডিজ নামক যুব ক্লাবটিও উক্ত কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাসকে নিজেদের নিয়মিত কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে। দুর্যোগের ভয়াবহতা থেকে এলাকার মানুষ ও সম্পদ রক্ষা করার লক্ষ্যে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ক্লাবের যুবকদের সাথে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। এমন পরিস্থিতিতে অ্যায়োন বাডিজ ক্লাবের যুবকরা একটি সোসাইটি করার প্রস্তাব করে যাতে সকল কাজ সবার অংশগ্রহণে বাস্তবায়ন করা যায়। তাদের প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হয় এবং গঠিত হয় "খাঁ পাড়া সোসাইটি"।

সোসাইটির সদস্য সংখ্যা এরই মধ্যে ১৫০ ছাড়িয়ে গেছে। তারা ইতোমধ্যে এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ শান্তি-শৃঙ্খলা নিয়ে কাজ করেছে। একই সাথে যুব ক্লাবের মাধ্যমে দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছে। ক্লাবের সভাপতি হিমু খান বলেন, "এই সোসাইটি গঠনের মাধ্যমে অতি দ্রুত আমাদের এলাকাকে সর্বক্ষেত্রে একটি মডেল এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে"।

অনলাইনে জমা দিন হোল্ডিং ট্যাক্স

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকগণ এখন থেকে ঘরে বসেই অনলাইনে বা মুঠোফোনের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স জমা দিতে পারবেন। সম্প্রতি ডিএনসিসি পাঁচটি ব্যাংকের সাথে এ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। ব্যাংক পাঁচটি হচ্ছে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, ডাচ-বাংলা ব্যাংক ও মার্কেন্টাইল ব্যাংক। ডিএনসিসির ওয়েবসাইট dncc.gov.bd-এ হোল্ডিং ট্যাক্স জমা দেয়ার জন্য লিংক রয়েছে। সেই লিংক অনুসরণ করে আপনি একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। কোন কোন বছরের হোল্ডিং ট্যাক্স জমা দিয়েছেন এবং হোল্ডিং ট্যাক্স বাকি থাকলে বা কোনো অসংগতি থাকলে তাও জানতে পারবেন। ওয়েবসাইটে নির্দেশিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ঘরে বসেই অতি সহজে কম সময়ে হোল্ডিং ট্যাক্স জমা দিতে পারবেন। সময় বাঁচান, ডিজিটাল সেবা গ্রহণ করুন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

পশু জবাই ও মাংস প্রক্রিয়ার জন্য ডিএনসিসির পশু জবাইখানায় আসুন

নগরবাসীর মাংসের চাহিদা মিটানোর জন্য ডিএনসিসি এলাকায় প্রতিদিন প্রায় ২ হাজারের বেশি পশু জবাই হয়। মাংস ব্যবসায়ী ছাড়াও আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক উৎসবের জন্য পশু জবাই করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশু জবাই পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে করা হয় না। সম্প্রতি মহাখালীতে ডিএনসিসির আঞ্চলিক কার্যালয়ের সীমানার ভেতরে একটি পশু জবাইখানা উদ্বোধন করা হয়। আধুনিক এই জবাইখানায় পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পশু জবাই ও মাংস প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা রয়েছে। পশু জবাই ও মাংস প্রক্রিয়াকরণের সময়ে একজন পশু চিকিৎসক ও একজন পরিদর্শক উপস্থিত থাকেন। জবাই করা পশুর মাংস স্বাস্থ্যসম্মত কিনা সরবরাহ করার আগে তা পরীক্ষা করে তাঁরা প্রত্যয়ন করেন। এখানে প্রতিদিন ৩০০ পশু জবাই করা সম্ভব। ভোর ৪টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত এই পশু জবাইখানা খোলা থাকে। পশু জবাই ও মাংস প্রক্রিয়া করতে প্রতি গরু ৫০টাকা, মহিষ ৭৫টাকা এবং ছাগল বা ভেড়ার জন্য ১০টাকা মজুরি নেয়া হয়। যে কেউ এ পশু জবাইখানার সেবা গ্রহণ করতে পারেন। মহাখালীর এ পশু জবাইখানা ছাড়াও ডিএনসিসিতে আরো দুটি পশু জবাইখানা রয়েছে। একটি মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে, অন্যটি মিরপুর ১১ নম্বরের নিউ সোসাইটি মার্কেটে। এ দুটি জবাইখানায় প্রতিদিন ৪০০ পশু জবাই করার ব্যবস্থা রয়েছে।

যোগাযোগ :

- মহাখালী পশু জবাইখানা : ডা. লুৎফর রহমান, মোবাইল ফোন : ০১৭১১৩৪১০৮৬;
- মোহাম্মদপুর ও মিরপুর পশু জবাইখানা : ডা. আনোয়ারুল ইসলাম, মোবাইল ফোন: ০১৭১২০৬৪৬৬৪

আইন ক্যাফে

একটি বহুল প্রচলিত কথা 'আইন না জানা কোনো অজুহাত নয়।' আইন জানি না বলে আমরা কেউই কোনো আইনের বিধান লঙ্ঘন করে পার পেতে পারি না। সে কারণেই সিটি কর্পোরেশনে বসবাসকারী সকল ব্যক্তির বিদ্যমান স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এই আইনটি সম্পর্কে জানা থাকলে আমরা অনেকেই আইনগত অনেক সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি।

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯-এর ৯২ ধারায় অপরাধ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ এই আইনের অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।' এই আইনের পঞ্চম তফসিলে ৬২টি অপরাধের কথা বলা হয়েছে। এ সকল অপরাধের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য ৭ টি অপরাধ হল:

(১) কর্পোরেশন কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত কর, উপকর, টোল, রেইট ও ফিস ফাঁকি দেওয়া।

(২) এই আইন বা কোনো বিধি বা প্রবিধানের অধীনে যে সকল বিষয়ে কর্পোরেশন কোনো তথ্য চাহিতে পারে সেই সকল বিষয়ে কর্পোরেশনের তলব অনুযায়ী তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা বা উহার নিকট ভুল তথ্য সরবরাহ করা।

(৩) এই আইন বা কোনো বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী যে কার্যের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন হয়, সেই কার্য বিনা লাইসেন্স বা বিনা অনুমতিতে সম্পাদন।

(৪) এই আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ।

(৫) এই আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো এলাকার উন্নয়ন।

(৬) কর্পোরেশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো রাস্তা নির্মাণ বা নির্মাণকার্য পরিচালনা।

(৭) কর্পোরেশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোনো জনপথে অবৈধ প্রবেশ।

এ সকল অপরাধের দণ্ড কী সে সম্পর্কে এই আইনের ৯৩ নং ধারায় বলা হয়েছে, 'এই আইনের অধীন যে সকল অপরাধের জন্য কোনো দণ্ডের উল্লেখ উহাতে স্পষ্টভাবে নাই, তজ্জন্য অনধিক পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড প্রদান করা যাইবে, এবং এই অপরাধ যদি অনবরতভাবে ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম দিনের অপরাধের পর পরবর্তী প্রত্যেক দিনের জন্য অপরাধীকে অতিরিক্ত অনধিক পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড প্রদান করা যাইবে।'

আশা করি আমরা সকল নাগরিক সচেতনভাবে এ সকল অপরাধ সম্পর্কে সজাগ থাকবো এবং আইন মেনে চলবো।

এলইডি বাতির আলোয় ঝলমলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সড়ক

পুরানো নিয়ন আলোর সোডিয়াম লাইটের পরিবর্তে এলইডি বাতি স্থাপন করায় এখন স্বচ্ছ-সাদা আলোর ঝলকানি দেখা যাচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান সড়কগুলোতে। রাত্রিকালীন পথচারী ও যানবাহন চলাচল নিরাপদ করার লক্ষ্যে প্রয়াত মেয়র আনিসুল হক রাজধানীকে আলো-ঝলমলে করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ৫৪টি দেশি-বিদেশি কোম্পানির মধ্যে যাচাই-বাছাইয়ের পর জার্মানির Nordeon গ্রুপের Vulkan ব্র্যান্ডের বিভিন্ন ওয়াটের বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী, টেকসই, পরিবেশ-বান্ধব ও আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন এলইডি সড়কবাতি নির্বাচন করা হয়। ডিএনসিসির নিজস্ব অর্থায়নে ২৪ কোটি ৭৯ লাখ টাকা ব্যয়ে পাইলট প্রকল্প হিসাবে এই ব্র্যান্ডের মোট ৩ হাজার ৩৪৩টি বাতি স্থাপন করা হচ্ছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে

মহাখালী ফ্লাইওভার ও প্রধান সড়কে স্থাপিত নতুন এলইডি বাতি ছবি : জয়ীতা রায়

সম্পাদিত চুক্তিতে প্রতিটি বাতির ১০ বছরের ওয়ারেন্টি এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। সেন্ট্রাল মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় স্থাপিত সড়ক বাতিগুলোতে স্মার্ট পদ্ধতিতে আলো নিয়ন্ত্রণ, সুইচিং ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বিদ্যমান রয়েছে। স্থাপিত কোনো বাতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বার্তা পৌঁছে যাবে। এছাড়া কোনো বাতির আলো ৭০ শতাংশে নেমে এলে তা পরিবর্তন করে দেয়ার বিষয়টি চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় বনানী স্টাফ রোড হতে জাহাঙ্গীর গেইট হয়ে সার্ক ফোয়ারা, বিজয় সরণি হয়ে মানিক মিয়া এভিনিউর দুই পাশ, আসাদ গেইট থেকে ধানমন্ডি ২৭ নম্বর, কুড়িল বিশ্বরোড থেকে মালিবাগ রেলক্রসিং, বাড্ডা লিংক রোড হয়ে গুলশান-১ দিয়ে মহাখালী আমতলী, পিএমপি রোড, গুলশান এভিনিউ, কাকলী থেকে গুলশান-২ হয়ে নতুন বাজার, বনানী রোড নং ১১, ১৮, ২৩, ২৭, বারিধারা কে ব্লক এবং গুলশান এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে এই এলইডি সড়কবাতি লাগানো হচ্ছে। ডিএনসিসির সম্পূর্ণ এলাকা এলইডি বাতির আলোয় আলোকিত করতে ২০২১ সালের মধ্যে আরো ৪২ হাজার ৪০৫টি সড়কবাতি স্থাপন করা হবে। ইতোপূর্বে ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তরা এলাকায় প্রায় ২ হাজার সড়কবাতি স্থাপন করা হয়েছে।

মশক নিয়ন্ত্রণের আদ্যোপান্ত

নগরবাসীর জন্য বিড়ম্বনার আরেক নাম মশা। মশক নিয়ন্ত্রণ ডিএনসিসির একটি চলমান প্রক্রিয়া। সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে এই কার্যক্রম সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয়। মশাবাহিত রোগ চিকুনগুনিয়া, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি থেকে নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখতে ডিএনসিসি প্রতিটি ওয়ার্ডে নিয়মিত মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ডিএনসিসিতে ৫জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং স্বাস্থ্য বিভাগের ঊর্ধ্বতন কীট নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি মশক নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি রয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরের সভাপতিত্বে সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, মশক সুপারভাইজার, মশক কর্মী এবং ওয়ার্ড সচিবের সমন্বয়ে মশক নিয়ন্ত্রণ কমিটি রয়েছে।

মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিএনসিসি মূলত ২ ধরনের ঔষধ প্রয়োগ করে। লার্ভিসাইড ও এডাল্টিসাইড। এই ঔষধগুলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (IEDCR) এবং কৃষি অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত। এই প্রতিষ্ঠানগুলো নিশ্চিত করে যে, ঔষধগুলো পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় এবং মশা ছাড়া অন্য কোনো প্রাণ ও প্রতিবেশের ক্ষতি হবে না।

লার্ভিসাইড : মশার লার্ভা ও ডিম বিনাশের জন্য সকালে মশার বংশবিস্তারের স্থান যেমন : ড্রেন, ডোবা, নালা, বদ্ধ জলাশয় ইত্যাদিতে লার্ভিসাইড মেশিনের মাধ্যমে ছিটানো হয়। লার্ভিসাইডের সংস্পর্শে মশার লার্ভা ও ডিম ধ্বংস হয়। এর কার্যকরতা ৪ দিন পর্যন্ত থাকে। লার্ভিসাইড দুই ধরনের। টেমিফস এবং ম্যালেরিয়া অয়েল-বি। বড় জলাশয়ে সরাসরি ম্যালেরিয়া অয়েল-বি এবং ক্ষুদ্র জলাশয়, ড্রেন ও ডোবায় ১০ লিটার পানিতে ৫ সিসি টেমিফস মিশিয়ে ছিটানো হয়।

এডাল্টিসাইড : শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিকালে শব্দ করে ফগার মেশিনের মাধ্যমে ধোঁয়া দিয়ে মশা তাড়াতে দেখা যায়। পরিণত মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ঔষধের মাধ্যমে এই ধোঁয়া তৈরি করা হয় তার নাম এডাল্টিসাইড। এতে শতকরা ৯৯.৪ ভাগ কেরোসিন, ০.২ ভাগ টেট্রামিথেন, ০.২ ভাগ প্রেলেথ্রিন এবং ০.২ ভাগ পারমেথ্রিন থাকে, যা ফগার মেশিনে নিয়ে ধোঁয়া তৈরি করে বড় মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য ছিটানো হয়।

ঔষধ ক্রয় : ডিএনসিসির স্বাস্থ্য বিভাগ অর্থবছরের শুরুতে মশার ঔষধ ক্রয়ের জন্য 'ক্রয় ও ভান্ডার' বিভাগকে ঔষধের চাহিদা জানায়। ঔষধ ক্রয় করার জন্য একটি কমিটি রয়েছে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয়-কমিটি ঔষধ ক্রয় করে। তবে ম্যালেরিয়া-বি সরাসরি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন থেকে ক্রয় করা হয়। কারিগরি যাচাই ও গ্রহণ কমিটি ক্রয়কৃত ঔষধের কার্যকরতা নিশ্চিত হওয়ার জন্য রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরীক্ষা করে। ঔষধের কার্যকরতা নিশ্চিত হলে ঔষধগুলো ডিএনসিসির বিভিন্ন ওয়ার্ডে পাঠানো হয়।

প্রতিটি ওয়ার্ডে ঔষধ ছিটানোর সময় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতা নিয়ে মশককর্মীরা কাজ করে থাকেন। সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও মশক সুপারভাইজারগণ তাঁদের তদারকি করেন। ওয়ার্ড সচিব ও মশক সুপারভাইজার যৌথভাবে মশককর্মীদের ঔষধ সরবরাহ এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। শুক্রবার ব্যতীত প্রতিদিন মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তবে বৃষ্টির সময় এ কার্যক্রম বন্ধ থাকে। প্রতি মাসে ওয়ার্ড অফিসে মশক নিয়ন্ত্রণ কমিটির পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, মসজিদের ইমাম ও অন্য নাগরিকদের নিয়ে মশক নিয়ন্ত্রণ ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়।

ডা. জিন্নাত আলী কাউন্সিলর, ১৭ নং ওয়ার্ড

মশার প্রজননস্থলে লার্ভিসাইড ছিটানো হচ্ছে

পরিণত মশা নিয়ন্ত্রণে এডাল্টিসাইড ছিটানো হচ্ছে

নগরিয়া : সেবাপ্রাপ্তির সহযোগী

তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে *নগরিয়ার* যাত্রা শুরু হয়েছিল। *নগরিয়ার* প্রথম সংখ্যা ডিএনসিসির প্রতিটি হোল্ডিং নম্বরে ডাক বিভাগের মাধ্যমে পাঠানো হয়। প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়ে আমাদের কাছে অনেক নাগরিক ইমেইলে, ফোনে এমনকি ব্যক্তিগতভাবে ডিএনসিসিতে এসে তাঁদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তথ্যপ্রাপ্তির ফলে নাগরিক-সেবা প্রাপ্তিতে ভোগান্তি দূর হয়েছে – অনেকে এ ধরনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

যেমন: নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভদ্রলোকের ডিএনসিসি এলাকায় একটি বাড়ি আছে। ডিএনসিসি থেকে তাঁকে হোল্ডিং ট্যাক্স জমা দেয়ার জন্য একটি চিঠি দেয়া হয়। কিন্তু চিঠিতে উল্লেখিত হোল্ডিং ট্যাক্সের পরিমাণ প্রকৃত হোল্ডিং ট্যাক্সের চেয়ে বেশি ছিল। প্রকৃত হোল্ডিং ট্যাক্স আসলে কত তা ভদ্রলোক ইতোমধ্যে *নগরিয়ার* প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "হোল্ডিং ট্যাক্সের খুঁটিনাটি" লেখাটি পড়ে নিজেই বের করে ফেলেন। তিনি ডিএনসিসির সংশ্লিষ্ট বিভাগে এসে ভুল ধরিয়ে দেন এবং অবশেষে প্রকৃত হোল্ডিং ট্যাক্স জমা দেন।

আমাদের প্রত্যাশা *নগরিয়ার* প্রতিটি লেখা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতে এবং সেবা সহজীকরণে সহযোগীরূপে কাজ করবে।

স্মার্টফোনে খুঁজে নিন পাবলিক টয়লেট

আপনি যেখানেই থাকুন না কেন নিকটস্থ পাবলিক টয়লেট খুঁজে পেতে গুগল প্লে-স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নিন **Public Toilet Bangladesh** অ্যাপ।

লিংক : www.tiny.cc/oldz1y

ফেইসবুক কর্নার

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সর্বশেষ সংবাদ, তথ্য, ছবি ইত্যাদি পেতে এবং বিভিন্ন নাগরিক সেবা সম্পর্কে আপনার মতামত, অভিযোগ ও পরামর্শ জানাতে ডিএনসিসির ফেইসবুক পেইজে লাইক, ফলো, কমেন্ট ও শেয়ার করে যুক্ত থাকুন।

লিংক : www.facebook.com/dncc.gov.bd

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদক : এ এস এম মামুন। গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, প্লট নং ২৩-২৬, রোড নং ৪৬, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২। ফোন : ০২-৯৮৬০৬৮৮। ফ্যাক্স : ০২-৯৮৬০৬৮৮।
ইমেইল : pro@dncc.gov.bd, prddncc@gmail.com | ওয়েবসাইট : www.dncc.gov.bd | facebook.com/dncc.gov.bd | সহযোগিতায় : SEEDS Asia, Japan ও JICA